প্রকাশিত সংবাদের ব্যাখ্যা

সমকালের তৃতীয় পৃষ্ঠায় গত শনিবার 'নতুন ক্যাম্পাস কতদূর' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে জগন্নাথ (জবি) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ব্যাখ্যায় তারা বলেছে, 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন : ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্পে'র দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ এবং ৫৪১ কোটি টাকা হিসাবের গরমিলের বিষয়টি সঠিক নয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০১৯ সালের ৩০ জুন মোট ৮৯৯ কোটি ৮৫ লাখ টাকা ছাড় হয়েছে। যার মধ্যে মূলধন খাতের ৮৯৯ কোটি ৮০ লাখ ৪৯ হাজার ৮৩২ টাকা ৫০ পয়সা তাৎক্ষণিকভাবে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ঢাকা জেলা প্রশাসক বরাবর একটি মাত্র চেকের মাধ্যমে দেওয়া হয়। ব্যয় না হওয়া চার লাখ ২১ হাজার টাকা চেকের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়। জমি অধিগ্রহণের আর্থিক দায়দেনা পরিশোধের সম্পূর্ণ এখতিয়ার জেলা প্রশাসকের। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। পরে ২০২০-২১ অর্থবছরে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৫ কোটি টাকা ছাড় করা হয়, যা করোনা সংক্রান্ত কারণে খরচ করা সম্ভব হয়নি। এ টাকাও সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে বড় ধরনের অনিয়মের অভিযোগ সত্য নয়। পিপিআর বিধি অনুসরণ করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য ইওআই আহ্বান করা হয়।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : গত ১১ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সভার প্রতিবেদনে এ প্রকল্পে এক হাজার ৪৪১ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সভায় পিপিআরের ব্যত্যয় ঘটায় প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান বাতিল করা হয়। এ ছাড়া নতুন করে ইওআই আহ্বান করতে বলা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একক পছন্দের মাধ্যমে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান আরবানাকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠায়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত ওই মাস্টারপ্ল্যানটি আরবানার কাছ থেকে তৈরি করে নেওয়া। এ সংশ্লিষ্ট সব তথ্য প্রতিবেদকের কাছে রয়েছে।